কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে– লেনিনবাদ বর্জন করিতেই হইবে

– শাহ্ আলম

সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপীয় বকের পতন, অলংঘনীয় ব্যক্তিমালিকানার নিমিত্তে চীনাদের বাজারী অর্থনীতি অনুসরণ, ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবসা–বাণিজ্য ও বিনিয়েগের সুবিধার্থে কিউবার রাষ্ট্রিক অর্থনীতির সংস্কার, বিদেশী পুঁজির অবারিত দ্বারসহ দেশীয় পুঁজির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধানকারী ভিয়েতনামীদের নামেই কেবল সমাজতন্ত্র,এমনকি, যুক্তরাষ্ট্রেরও ত্রাণসামগ্রী গ্রহীতা হয়েও তথাকথিত জুসে তথা স্বয়ং সম্পন্ন অর্থনীতির দাবীদার কুরিয়ায় ইর্টানাল প্রেসিডেন্ট কিম ডাইনেস্টীর প্রতিষ্ঠা,দেশী–বিদেশী পুঁজিপতিদের তোষণ করা সত্ত্বেও সি.পি.আই(এম) এর ক্রমাগত পরাজয়, ইউরোপ–আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ক্রমাবনতি, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, এমনকি নেপাল–বাংলাদেশেও কমিনিস্ট পার্টিগুলোর বিবাদ–বিসম্বাদ সমেত কেবলই অবক্ষয়ের কালে– কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনের আবশ্যকতা স্বীকার করবেন না অথচ সাম্য প্রত্যাশী তাতো হতে পারে না। তবে, পুনর্গঠন–পুনর্নির্মাণ ইত্যাকার নামে কমিউনিস্ট নামীয় প্রথাগত দলগুলো নানান ধরণের জোড়াতালির ঐক্য–ভাংগন ইত্যাকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরো অধিকমাত্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক পার্টি বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নামে গড়ে উঠা কতিপয় সংগঠনও এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। মৌল ত্রুটি বা নীতিগত বিষয়াদিকে যথার্থভাবে বিবেচনায় না নিয়ে কেবলই কতিপয় নেতা বিশেষের দোষ–ত্রুটি ইত্যাদিকে দায়–দোষী গণ্যে পূর্বাপর 'থোড় বড়ি খাড়া , খাড়া বড়ি থোড়' রূপ ব্যবস্থাপত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুনর্গঠনের নানান উদযোগ–প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেছে, এমনটা প্রমাণ নাই। কাজেই, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে তদন্ত–অনুসন্ধান, পুংখানু পুংখ পর্যবেক্ষণ –পর্যালোচনা, নৈব্যক্তিক ও নির্মোহভাবে প্রামাণ্য তথ্যাদির যুক্তিযুক্ত বাখ্যা–বিশেষণ এবং ঐতিহাসিক মানদন্ডে যথার্থ মূল্যায়ন ও করণীয় নির্ধারণ করা আন্তরিক কমিউনিস্টদের বিকল্পহীন করণীয়।

উলেখ্য– সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম নেওয়া মজুরি দাসত্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ–পীড়ন হতে মুক্তি লাভে সমাজতন্ত্রের চিন্তা–ভাবনা যেমন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দেখা দিতে থাকে তেমন অধিকতর ক্ষমতাবান পুঁজিপতিশ্রেণীর সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে চাওয়া অথচ ব্যর্থ অথবা সম পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে না পারার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ বিশেষ স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিলে শ্রমিক শ্রেণীকে স্বপক্ষে ভিড়াতে সমাজতন্ত্রের নানান ধারণার জন্ম ও বিকাশ সাধন করেছে। সিসঁমন্দি– ওয়েনরা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ধারণা উপস্থিত করেছিলেন। ইংলন্ড–ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে শ্রমিক শ্রেণী কম–বেশ ঐ সকল ধারণায় আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু, সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন– মার্কস ও এ্যাংগেলস।

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী– মুনাফা হাসিলে ও পুঁজির অস্থিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদনে বিকল্পহীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্য নৈরাজ্যিক উৎপাদনের ফলশ্রুতি– অতি উৎপাদন এবং পুন: পুন অতি উৎপাদনের সংকটে নিমর্জিত বয়োবৃদ্ধ ও অতিত আশ্রিত পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি–সমাজতন্ত্র। সমাজের ব্যাপক অংশকে শোষিত–বঞ্চিত

করে গুটি কয়েক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলে ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় আমলাতন্ত্র সহ আইন-আদালত, সেনা-পুলিশ ইত্যকার নানান রকম দমন-পীড়ন ও কর্তৃত্বমূলক সংস্থাদির তথা রাষ্ট্রের আবশ্যকতা অপরিহার্য হলেও সমাজের সকল মানুষের ক্রমোন্নতর জীবনমানের সকল প্রয়োজন বিবেচনায় সকলের অংশগ্রহণে ও সকলের সম্মিলিত কর্তত্বে সংঘটিত পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ শ্রম শক্তি সহ সকল পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়হীন সামাজিক অবস্থায় রাষ্ট্র কেবল অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয়ই নয়; বরং শোষণহীন, শ্রেণীহীন তথা মানুষে মানুষে বৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণে যেমন মজুরি প্রথা সমেত সকল প্রকার উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ-বিনাশ আবশ্যক তেমন সমগ্র দুনিয়াকে নানান ভাগে-ভাগ বিভাগ ও বিভক্ত করা সহ মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য রক্ষায় শোষক শ্রেণীর সর্বাধিক কার্যকর হাতিয়ার রাষ্ট্রের বিনাশ ও বিলুপ্তি বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক।

পুঁজিবাদই পুঁজিবাদের বিনাশকারী অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীই বুর্জোয়া সমাজের শত্রু । কারণ- বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলই মুনাফার নিমিত্তে অন্ধ ও অজ্ঞের মতোই কেবলই উৎপাদনের উপকরণের নবীকরণ ও নতুন নতুন উপকরণ উৎপন্ন করে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি ও পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সমগ্র দুনিয়াকে দখল-বেদখলে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ সহ নানান জোচ্চুরি-বজ্জাতি, প্রতারণা-জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ইত্যকার নানান ফন্দি-ফিকিরে পুঁজির আষ্টে-পৃষ্টে দুনিয়াবাসীকে আটক ও বন্দী করে পরস্পরের নিকট অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত ও জলরাশি দ্বারা বিভক্ত ধরিত্রীকে একত্রীকরণ করা সত্ত্বেও উৎপাদিত পণ্যের বিপনন ও মজুতকৃত পুঁজির বিনিয়োগ অক্ষতায় কেবলই পুঁজিবাদী মন্দা-সংকটের জন্ম দিয়ে স্বীয় মালিকানা হারিয়ে বুহ পুঁজিপতি দেউলিয়া হয়ে শ্রম শক্তি বিক্রেতায় পরিণত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাই কেবল প্রসারিত করে না, বরং শ্রমিক-মালিক এই আজন্ম বৈরী ও মিমাংসার অযোগ্য বিরোধীয় সম্পর্কের পুজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার পুন:পৌনিক বিনাশ-বিলীনের প্রক্রিয়ায় সুনিশ্চিতভাবেই নিশ্চিত হয় যে, পুঁজিবার্দা ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা যেমন স্থায়ী বা সুনিশ্চিত কোন ব্যবস্থা নয়, তেমন খোদ পুঁজিপতিশ্রেণীও চিরস্থায়ী বা অনন্তকাল অটুট-অক্ষুন্ন থাকার নয়। এতদশর্তেও, মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিপতি শ্রেণী সংকটোত্তরণে স্বীয় শ্রেণীর অংশ বিশেষকে শ্রেণীচ্যুত করে পুঁজিবাদী মালিকানার বিকাশের অক্ষমতা নিশ্চিত করে উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস করা সহ ভবিষ্যতে অতি উৎপাদন না করার জন্য নিজেদের মধ্যে নানান ধরণের চুক্তি সম্পাদন করে কার্যত পুঁজিপতিদের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানার অপ্রয়োজনীয়তা-ক্ষতিকরতা ও অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করা সহ সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্রের অপরিহার্যতা ও অনিবার্যতা নিশ্চিত করে। অত:পর, নিয়মিত অনিশ্চয়তা তৈরী করার চিরকালীন অনিশ্চয়তার পুঁজিবাদী সমাজের সুযোগ-সুবিধাভোগী ও স্বার্থান্ধ পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেই যে স্বয়ং অন্ধত্ব-অজ্ঞতা ও মূঢ়তায় স্বীয় ধ্বংস ও বিনাশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিলীয়মান বুর্জোয়া সমাজের বিলুপ্তির ষোলকলা যেমন পূর্ণ হতে পূর্ণতর করার প্রক্রিয়ায় ধাবমান তেমন বুর্জোয়া শ্রেণীরই সৃষ্ট মজুরি দাশ তথা শ্রমিক শ্রেণীও স্বীয় শ্রেণী মুক্তির দর্শন তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েছে। কাজেই, বৈশ্বিকভাবে সংকটাপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় লাভের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের স্থলে

প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিস্থাপিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে রাষ্ট্র নয়, সে কথাতো ১৮৭১ সালে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছিল প্যারী কমিউন। এবং অনুরূপ বিশ্বযুদ্ধে বিজয় লাভে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি অপরিহার্য বলেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে " দুনিয়ার শ্রমিক এক হও" রূপ নীতি এবং তা কার্যকরণে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বসমিতি যেমন বিকল্পহীন শর্ত তেমন তা,ধর্ম-বর্ণ ও লিংগের বিভেদহীন এবং জাত-জাতি ও রাষ্ট্রের গন্ডীমুক্ত হওয়ার আবিশ্যকীয় উপাদান।

১৯০৩ সালে বিশ্ব পুঁজিবাদ মহাসংকটে নিপতিত হলেও অনুরূপ সংকটে বৈশ্বিকভাবে মোকাবেলায় তথা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের কবর নিশ্চিতিতে বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটনের মতো উপযুক্ত সংগঠন বা অনুরূপ নীতি কার্যকরণে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি না থাকলেও যুদ্ধের আনুপাতিক সুযোগ-সুবিধায় রুশ বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে সংকটাপন্ন জার্মান পণ্যের ডাম্পিং ল্যান্ড হিসাবে রাশিয়াকে ব্যবহারের সুযোগের বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় এবং জারের সেনা-পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন প্রতিশ্রুতি ও ক্ষমতা দখলের পর জারীকৃত ডিক্রি মতো লেনিনদের ক্ষমতা দখলকে বৈধকরণ সহ তথাকথিত " জনগণের সার্বভৌমত্ব" নিশ্চিতিতে রুশ গণ কমিশারের চেয়ারম্যান লেনিনের কর্তৃত্বে রুশ সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে প্রত্যাশামতো বিজয় লাভে কেবল অসমর্থ হওয়াই নয় বরং জনগণ কর্তৃক ভয়ানকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী সেনা শাসকের পথপ্রদর্শক হিসাবে রুশ সংবিধান সভা বাতিল করে স্বয়ং লেনিন সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক অব রুশিয়ার একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন । উক্ত সংবিধানে লেনিনের দখলীকৃত পদ-পদবীটি বর্ণিত না থাকলেও লেনিন কিন্তু আমৃত্যু তাঁর পদে বহাল ছিলেন। এমনকি, খোদ লেনিনই স্বীয় সংবিধানকে অস্বীকার ও অকার্যকর করে কেবলই পার্টির সিদ্ধান্ত মতো " নয়া অর্থনৈতিক নীতি" কার্যকর করে রাশিয়ার পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধন-সম্পদ আহরণে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। তবু, এমন একটি রাষ্ট্রকে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে লেনিনরা যেমন দাবী করেছেন তেমন সারা দুনিয়ার পুঁজিবাদীরাও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লেনিনদের এমন প্রচার-প্রচারণায় শামিল হয়েছে।

কিন্তু, দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি পেলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সোভিয়েত বকভুক্ত রাষ্ট্রগুলো এখন আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। তাছাড়া-সংকীর্ণ জাতিয়তাবোধে কার্যত পুঁজির নিয়মানুযায়ী ঐসকল দেশগুলো এখন বহুধাভাগে বিভক্ত । সকল প্রকার উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার বিলোপই কমিউনিষ্টদের করণীয় হিসাবে কমিউনিষ্ট ইশতেহার মূলে ঘোষিত হলেও "জনগণতন্ত্রের" প্রবক্তা লেনিনবাদী মাওজেদুংয়ের চিন্তায় পরিচালিত, এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণতো নয়ই, এমনকি প্রথাগত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধাঁচেও নয় কেবলই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত এবং 'ইঁদুর-বিড়াল' সূত্রের প্রণেতা দেং মহাশয়দের সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির চীনে উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানা অলংঘনীয় নাগরিক অধিকার হিসাবে সংবিধানমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীনে চরম দারিদ্রের সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমন কোটিপতির সংখ্যাও অসংখ্য। কমিউনিস্ট নীতিতে- পুঁজিবাদী শৃংখল যেমন অপসারণীয় পুঁজিবাদী পারিবারিক শৃংখলও

সমানভাবে পরিত্যাজ্য; তবু চীনা সংবিধান ও আইন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতোই বিবাহ ও উত্তরাধিকারকে সুরক্ষার গ্যারেন্টি প্রদান করা সহ বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব পালনে সন্তনকেই দায়-দায়িত্ব প্রদান করে একদিকে যেমন ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের অধম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তেমন সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে কেবল অস্বীকারই করেনি বরং কেবলই প্যারেন্টস কর্তৃক সন্তানের এবং সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের প্রক্রিয়ায় কেবলই আদ্দিকালের রক্ত সম্পর্ক বা পারিবারিক গন্ডীবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাকে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার মাধ্যমে আধুনিক-বৈশ্বিক সমাজ নির্ভরতা তথা বিশ্বজনীন সমাজিক মুল্যবোধ অর্থাৎ মুক্ত মানুষের মুক্ত মানসিকতা সম্পন্ন মানবিকতাবোধ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। "সমাজতান্ত্রিক " ভিয়েতনামেও দেশী-বিদেশী সকল পুঁজি ও পুঁজিপতির নিরাপত্তা বিধানসহ ভিয়েতনামের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ-পীড়ন করা সমেত সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিকতাবাদ - সমাজতন্ত্রের প্রথম ও মৌলিক শর্ত হলেও যদিচ কল্পিত তবু ভিয়েতনামী জাতীয়তাবাদ ও ফালতু হিরোজিম সহ তথাকথিত দেশপ্রেমকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে ভিয়েতনামকে " ষ্ট্রং ইটার্নাল" স্থির গণ্যে প্রণীত হয়েছে জাতীয় সংগীত ও ভিয়েতনামী সংবিধান-আইন। এমনকি, দাসকে মানুষের মর্যাদা প্রদানে অক্ষম, তবু সকল মানুষের জীবন-স্বাধীনতা ও জন্মগত সমতার ভুয়া দলিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার কার্যত বিচ্ছিন্নতার ঘোষণাকে "অমর" ও প্রথম চোটেই শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন কারী ফরাসী বুর্জোয়া বিপৰীদের সকল মানুষের সম অধিকারের বুর্জোয়া ঘোষণাকে " অস্বীকার অযোগ্য সত্য" মর্মে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে মুলে স্বীকার করার মাধ্যমে যে, জন্মলগ্নেই বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কবুল করে যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন সহ আমৃত্যু পার্টির একক কর্তৃত্ব ভোগ-দখলে রেখেছিলেন ফারাও কিংদের সংস্কৃতির আদলে স্বীয় ভাবমুর্ত্তির স্রষ্টা স্বয়ং "আংকেল" হোচিমিন। আনুপাতিক হারে দুনিয়ার সর্বাধিক সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র - উত্তর কুরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভুয়া " জুসে আইডিয়া"-র অর্থাৎ এমনকি খোদ আমেরিকার রিলিফ গ্রহীতা হয়েও অবাস্তব " স্বয়ং সম্পন্ন ধারণার" প্রবক্তা দুনিয়ার একমাত্র সাংবিধানিক ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট কিম ডাইনেষ্টী। ১৯৪০ সালের ধর্ম ভিত্তিক সংবিধান পুনর্বহালের দাবীতে ভিন দেশী সহযোগিতায় কিউবার ক্ষমতা দখলের ৬ বছর পর কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষমতা রক্ষায় সোভিয়েতের সহযেগিতা প্রাপ্তি ও অব্যাহত রাখার স্বার্থে কমিউনিস্ট নাম গ্রহণকারী কিউবা পার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতাধর ও সামরিক পোষাক সমেত সামরিক কার্যকলাপে অধিকতর আগ্রহীদের কিউবায় ব্যক্তিমালিকানার সুযোগসহ বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নিশ্চিতিতে ১০ লক্ষ সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীর চাকুরীচ্যুতির কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান দুনিয়ার ২য় বৃহৎ কমিউনিষ্ট পার্টি - সি.পি.আই (এম) নির্বাচনী মাঠে ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে মালেশিয়ার সালেম গোষ্ঠী সহ টাটা ইত্যাদির স্থানীয় সহযোগী হওয়ার প্রতিয়োগিতায় লিপ্ত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট সহ ইউরোপ-এশিয়ার কোন দেশেই কথিত "কমিউনিষ্ট পার্টি"-অবক্ষয় বৈ শক্তিশালী হচ্ছে তেমন দৃষ্টান্ত নাই। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

প্রথাগত বুর্জোয়াদের প্রভাবাধীন সহ কথিত উপরোলেখিত কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনে এ যাবৎ কাল বন্দী হয়ে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী নানান জাত-জাতি ও রাষ্ট্রের

গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে লেনিন-মাওদের ফতোয়ামতো কঠিন দেশপ্রেমিকের দায়-দায়িত্ব পালনে চ্যাম্পিয়ন হতে গিয়ে কেবলই নিজের শ্রেণী যেমন ভুলেছে, তেমন ভুলেছে স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী মুক্তির বিজ্ঞান এবং সংগত কারণেই সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি। কিন্তু, তাই বলে অতিবৃদ্ধ পুঁজিবাদ স্বয়ং নির্বাসিত বা কবরস্ত হবে এমনটা যেমন নয়, তেমন অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা-সংকট এড়াতে সক্ষম হবে তাওতো যথার্থ নয়। ফলে- মহা মন্দার মহামারিতে ইত:মধ্যে দুই দুই বার নিপতিত হয়ে পুঁজিবাদ স্বয়ং স্বার্থ রক্ষায় দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে ৭ কোটির অধিক মানুষ হত্যা ও উৎপাদনী উপকরণ সমূহের মারাত্মক ধ্বংস সাধন করে স্বীয় রক্ষক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন-বিঘ্ন করে সকল রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত একটি একক প্রতিষ্ঠানের মাধমে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজি-পণ্যের উৎপাদন, বিপনন ও সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে বিশ্ব ব্যাংক সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠনের জন্ম দিয়ে মৃতবৎ রাষ্ট্রসহ রাষ্ট্র রক্ষক-প্রতিরক্ষক আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংক, জাতি সংঘ ও তাঁদের সহযোগী-এজেন্টরূপী অনেক অনেক বেসরকারী সংস্থার জন্ম ও লালন-পালন করার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপিয়ে অতিতের যে কোন সময়ের তুলনায় দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর দু:খ-দুর্দশা, ক্রমাগত বাড়িয়ে চলছে।

অত:পর, শ্রমিক শ্রেণীর উলেখিতরূপ বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান ও চিহ্নিত-শনাক্ত করা ব্যতীত কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে পুনর্গঠনের সুযোগ নাই। এক্ষেত্রে, দীর্ঘদিন যাবৎ লেনিনবাদী পার্টি করা, বা মাওবাদী চিন্তার ভিত্তিতে গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদিতে যুক্ত-জড়িত থাকা বা তদার্থে মোহান্ধতা, স্বার্থান্ধতা, বা ব্যক্তিগত মান-সুনাম, মর্যাদা ইত্যাকার নানান উছিলায় বা অজ্ঞতা, অন্ধত্ব বা বিপব্বের স্বপ্ন বিলাসিতায় নিমজ্জিত থেকে বা তদানুরূপ অন্ধকূপের ঘেরাটোপ হতে মুক্ত হতে না পারলে এবং কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ভাবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনসহ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করতে না পারলে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনর্গঠন করা যাবে না। কাজেই, অনুরূপ দায়বোধে আমি কিছু কিছু বিষয় সংশিষ্ট সকলের সুবিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করার বৈরীমূলক সম্পর্কের সামাজিক ব্যবস্থা -পুঁজিবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশষণ এবং মুনাফার নিমিত্তে উৎপাদন হেতু অতি উৎপাদন সংকটের চক্রে পুন:পুন নিমর্জিত পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য পরিণতি-সমাজতন্ত্র বিষয়ে উপযুক্ত ও যথার্থ তথ্য-তত্ত্ব ও মূলনীতিমালা তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অর্থাৎ তদার্থে বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিস্কার, ব্যাখ্যা-বিশেষণ এবং তা কার্যকরণে আমৃত্য নিয়োজিত ছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস।

মার্কসদের বক্তব্য মতো পুঁজিবাদ- স্থানীয় বা জাতীয় বিষয় নয়, কাজেই ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদের বিনাশ ও বিলোপে সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও জাতীয় চৌহদ্দিতে সম্ভব নয় বলেই তা আন্তর্জাতিক বলেই তৎনিমিত্তে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য বলেই সমাজতন্ত্রের প্রথম সূত্র হিসাবে তাঁরা সূত্রায়ন করেছিলেন-" দুনিয়ার মজুর এক হও"। সেই জন্যই - কমিউনিষ্ট লীগের রুলসে ১নং অনুচ্ছেদে নির্ণিত হয়েছে-

"The aim of the League is the overthrow of the bourgeoisie, the rule of the proletariat, the abolition of the old bourgeois society

which rests on the antagonism of classes, and the foundation of a new society without classes and without private property."

এবং সমাজতান্ত্রিক বিপৰ বিষয়ে ১৮৪৭ সালে এ্যাংগেলস কর্তৃক লিখিত প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজমে বর্ণিত হয়েছে-

" Will it be possible for this revolution to take place in one country alone?

No. By creating the world market, big industry has already brought all the peoples of the Earth, and especially the civilized peoples, into such close relation with one another that none is independent of what happens to the others.Further, it has co-ordinated the social development of the civilized countries to such an extent that, in all of them, bourgeoisie and proletariat have become the decisive classes, and the struggle between them the great struggle of the day. It follows that the communist revolution will not merely be a national phenomenon but must take place simultaneously in all civilized countries – that is to say, at least in England, America, France, and Germany.

It will develop in each of these countries more or less rapidly, according as one country or the other has a more developed industry, greater wealth, a more significant mass of productive forces. Hence, it will go slowest and will meet most obstacles in Germany, most rapidly and with the fewest difficulties in England. It will have a powerful impact on the other countries of the world, and will radically alter the course of development which they have followed up to now, while greatly stepping up its pace.

It is a universal revolution and will, accordingly, have a universal range."

এবং, জাত-পাতের বিলোপ-বিলীন সহ সমাজতান্ত্রিক বিপৱের অন্যতম শর্ত বিষয়েও ইশতেহারে বর্ণিত এই রূপ:-"বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সর্বজনীন ভাব-এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরও দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারীয় মুক্তির অন্যূন শর্তগুলোর প্রথমটি হলো নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির মিলিত ক্রিয়া। " এবং

The International Workingmen's Association 1864, General Rules, October 1864- বর্ণিত উদ্ধৃতি এই:

" That the emancipation of labor is neither a local nor a national, but a social problem, embracing all countries in which modern society exists, and depending for its solution on the concurrence, practical and theoretical, of the most advanced countries;"

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা তথা সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ আবিস্কারক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতার অভাব সহ নানাবিধ কারণে প্যারী কমিউন ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৮৭১ সালে গৃহীত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলীতে বর্ণিত আছে- " যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা নয় ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম। " এবং " সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিদ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বসূচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলোর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর; ইউরোপের সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুজ্জীবন যেমন এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে, তেমনি এক গুরুত্বপূর্ণ বাণীও জানিয়ে দিচ্ছে যেন পুরানো ভুল আর না হয়, এবং এ আহবান জানাচ্ছে আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির আশু একত্রীকরণের; তাই এই সব কারণের জন্য শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল।"

অথচ, অনুরূপ নীতি কার্যকরণের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিকের ১৮৯৬ সালের লন্ডন কংগ্রেসে " উপনিবেশ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তি" তথা " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি" গৃহীত হয় যা, মার্কস-এ্যাংগেলস ও কমিউনিষ্ট লীগ এবং

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির উপরোলেখিত নীতি ও ঘোষণারই কেবল পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক নয়, উপরন্ত দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়াদের ভুয়া জাতীয়তাবাদী মিথের কানাগলিতে নিক্ষপ্তিকরণ এবং শ্রম শক্তি বিক্রেতা শ্রমিক শ্রেণীর আজন্ম শোষক কথিত জাতীয় বুর্জোয়ার সহিত জন্মসূত্রে ও শ্রেণী মুক্তির শর্তে মিমাংসার অতীত বিরোধ-বৈরীতায় নীরবছিন্নভাবে লিপ্ত হওয়ার বিপরীতে কেবলই জাত-জাতির উছিলায় স্বীয় স্বদেশী বা স্বজাতীয় শোষক শ্রেণীর সহিত ভিন দেশী শোষক-বুর্জোর বিরোধে নিজেকে যুক্ত-জড়িত করে নিজস্ব শ্রেণী চরিত্র বিসর্জন দিয়ে ও নিজস্ব শ্রেণী মুক্তির বিপরীতে বুর্জোয়াদের স্বার্থে রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে সারা দুনিয়ায় যত ধরনের জাত-জাতি আছে ততো ধরনের জাত-জাতিতে বিভাজিত ও বিভক্ত হয়ে বিভাজিত জাত-জাতি বা তদানুরূপ জাতি ভিত্তিক গঠিত রাষ্ট্রের সুবিধাভোগীদের তথা বুর্জোয়াদের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভিনদেশী শ্রমিক শ্রেণীকে শত্রু গণ্য করার ক্ষতিকর ধারণায় সামিল করে এবং বুর্জোয়াদের প্ররোচনা-প্রচারণায় ও দেশ বা রাষ্ট্র ভিত্তিক কথিত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্বে এযাবৎ দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ও স্বার্থ এবং সংহতি বিরোধী এহেন জঘন্য নীতি বাস্তবায়নে লেনিন-ট্রটস্কি ও ষ্ট্যালিনরা প্রথমে রাশিয়ায় ও পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তাকেই ভুয়াভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়াময় জাহির করে। তাঁরাই মহা সংকটে নিপতিত জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সংকটত্রাণে জার্মান পুঁজি-পণ্যের ডাম্পিং ল্যান্ড হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে ১৯১৮ সালের চুক্তিমূলে । কমিউনিষ্ট পার্টি নয় , সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসাবে গঠিত হয়ে জন্মকালীন ঘোষণা ও অংগীকার অনুযায়ী রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখলের পর লেনিনের কর্তৃত্বে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বলশেভিক পার্টি জনগণ কর্তৃক চরমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী সেনা শাসকের পূর্বসুরী হিসাবে গণ সার্বভৌমত্বের দাবীদার খোদ লেনিনই স্বয়ং জারের সেনা-পুলিশের সহযোগিতায় জনগণের নির্বাচিত রাশিয়ার ১৯১৭ সালের সংবিধান সভা বাতিল করে কার্যত একদলীয়ও নয়, মূলত এক ব্যক্তির চরম কর্তৃত্বের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

করেছিল। লেনিনের প্রণীত ১৯১৮ সালের সংবিধান এবং পূর্বাপর ক্ষমতা-এখতিয়ার বহির্ভতভাবে তাঁহার জারীকৃত ডিক্রিসমুই তদমর্মে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া -মে,১৯১৮ সালে লিখিত ও প্রকাশিত " ' বামপন্থী' ছেলেমানুষি ও পেটি বুর্জোয়াপনা" নিবন্ধে লেনিন নিজেইও লিখেছেন- " রাশিয়ার বর্তমানে পেটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদেরই প্রধান্য, তা থেকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ে পৌঁছবার রাস্তাটা একই." এবং "সমাজতন্ত্র আর কিছুরই নয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী একচেটিয়া থেকে সামনের দিকে অশু পদক্ষেপ মত্র।" এবং " রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণতম বৈষয়িক প্রস্তুতি," এবং শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নেতা দাবীদার হয়েও ১৯১৮ সালের ১৩ই ও ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে লিখিত "সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য" নিবন্ধে লেনিন - " অগ্রণী জাতিগুলোর তুলনায় রুশীরা খারাপ শ্রমিক।" রূপ মতামত সহ লিখেন যে- " আমাদের উদ্দেশ্য হল উৎপাদনী শ্রমের আট ঘন্টা শিক্ষার' পর প্রতিটি শ্রমিক বিনা বেতনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবে।" অথচ, বুর্জোয়ারা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মৎকারী হলেও বেগারী বা বিনা বেতনের শ্রম নিষিদ্ধকারী। উপরন্ত, একই নিবন্ধে লেনিন আরো লিখেন- " এ ছাড়া আমরা বিদেশী পুঁজিকে ' সেলামি' দেওয়া থেকে 'রেহাই পাব' না। আর নির্দিষ্ট একটা উৎক্রমণকালের জন্য বিদেশী পুঁজিকে খানিকটা সেলামি দিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বেন আমরা রক্ষা করতে পারব কিনা তার উপরই নির্ভর করছে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সমস্ত সম্ভাবনা। " এবং " আমাদের এখন সাবেকী বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছে, বড়ো দরের বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের 'কাজের জন্য' মোটা মাইনে দিতে রাজী হতে হয়েছে।" অর্থাৎ সংকটাপন্ন বিদেশী পুঁজির কবল বিহীতই নয়, অধিকতর সুযোগ-সুবিধা বা ঘুষ দিয়ে এবং বিনা বেতনের শ্রমিকের শ্রম 'বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ"-দের প্রদানের মাধ্যমে অর্থাৎ পুঁজি ও পুঁজিবাদীদেরকে রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ববলে শ্রম শোষণের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে লেনিন 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন! অথচ, ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকে এ্যাংগেলস লিখেছেন-" একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনের মধ্যেকার নৈরাজ্য -মুলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। " এবং "

পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে।" এবং " কিন্তু জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি বা ট্রাষ্টে অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েন্ট-ষ্টোক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্ব:তই স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রও কিন্তু শ্রমিক তথা ব্যক্তি বিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র হল মুলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রীক জাতীয় পুঁজির একটি আদর্শ রূপমুর্তি। উৎপাদন শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে চায় ততই সে সত্য করেই হয়ে উঠে জাতীয় পুঁজিপতি,তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি-শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারীয় রূপেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠতেই তা উল্টে পড়ে।" এবং " ট্রাষ্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক বিপরীতে-একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবার্দা-সমাজসুলভ বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন নদি-স্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক-সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেংগে পড়তে বাধ্য।" অত:পর, লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া যে ভেংগে পড়েছে তার দ্বারাতো এ্যাংগেলসের উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতাই নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া- এদ্বিষয়ে মার্কস ও এ্যাংগেলস,দু'জনেই আরো বিভিন্ন নিবন্ধ-পুস্তকে নানানভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং, পুঁজি গঠন, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ তা- ব্যক্তি বা রাষ্ট্রিক একচেটিয়া যেভাবেই করা হোক না কেন তাতে শ্রম শক্তির ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ মজুরি প্রথা বিদ্যমান বলেই মজুরি দাস শ্রমিক কেবলই শোষিত ব্যক্তি আর একচেটিয়ার সুবিধাভোগীরা শোষক বলেই শোষণমুক্তির শর্ত হচ্ছে শ্রম শক্তির ক্রয়-বিক্রয় তথা মজুরি প্রথার বিলোপ। অত:পর, ইতিহাসের নিয়মেই শোষণ প্রক্রিয়া জারী রাখতে দমন-পীড়ন, হত্যা-খুন, সন্ত্রাস ইত্যকার সব ধরনের নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক দুস্কার্যের নিমিত্তে সেনা-পুলিশ ইত্যকার বাহিনী পুষতে হয় বলে লেনিন-ষ্ট্রালিনরা সেসকল বাহিনীতো

পুষতোই এমনকি নিজ দলীয় নেতা-কর্মীদের , এমনকি বিনা বিচারে হত্যা-খুন ও নির্যাতনে দ্বিধান্বিত হতো না। উলেখ্য- ১৯১৭ সালের ২৫ শে নভেম্বরে রাশিয়ার ক্ষমতা দখলকারী তথা লেনিনের প্রথম কেবিনেটে অংশগ্রহণকারী ১৭ জনের মধ্যে ১৪জনই খুন হয়েছেন। আর ১৯৩৬ -৩৮ সালে শুদ্ধি অভিযানকালে '৩য় আন্ত র্জাতিকের' নেতাসহ দলীয় নেতা-কর্মীসমেত রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বে নিহতের সংখ্যা অনুন্য ১৫ লাখ, আর শ্রম শিবির নামীয় নির্যাতন কেন্দ্রে অবরুদ্ধ ও নির্যাতিতের সংখ্যা অর্ধকোটির কম নয়। এ ধরনের নির্মম-নির্যাতনের ধারা অব্যহত রাখতেই সেনা কর্তৃত্বের রাষ্ট্র গড়াসহ গোত্রপথার আদলে এমনকি সোভিয়েতের জাতীয় সংগীতেও লেনিন-ষ্টালিনকে 'ন্যাশনস গাইড' ইত্যাকার বিশেষণে চিহ্নিত ও চিত্রিত করা হয়েছে। যদিচ, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক অর্জিত ও বিজিত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষে-মানুষে বৈরীতা-বৈষম্য বিলোপে নিরন্তর তৎপরতা চালানো বলেই তদমর্মে সামন্ত-দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো কোন মহান শিক্ষক বা পীর-পুরোহীত বা বীরের আবশকতা সমাজতন্ত্রে নাই। রাশিয়ার ১৯১৮ সালের সংবিধানে নাগরিকগণকে আমদানী-রপ্তানী সহ ব্যবসা-বাণিজ্যে অযোগ্য ঘোষণা করা সহ শ্রমিক ভাড়া করার অধিকার হতে বঞ্চিত করা হলেও উলেখিত সংবিধানের কোন ধরনের সংশোধন না করেই তথা স্বীয় সৃষ্ট সংবিধানকে অস্বীকার-অকার্যকর করে মার্চ,১৯২১ সালে লেনিনেরই কর্তৃত্বে " নয়া অর্থনৈতিক নীতি" চালু করে নাগরকিগণকে সকল ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহ শ্রমিক ভাড়া খাটানোর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। উলেখ্য- ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বাংলাদেশেও রাষ্ট্রিকখাত প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রায়াত্তখাতের একাধিপত্য নিশ্চিত করে ব্যক্তি মালিকানাকে আইনানুগ সীমায় সীমিত করার বিহীত হয়। কিন্তু, প্রাইভেট প্রপার্টির আরো ব্যাপক ও অধিকতর মাত্রায় মালিক হওয়াসহ রাষ্ট্রায়াত্তখাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুযোগে লুণ্ঠিত ও আত্মসাৎকৃত পুঁজি সংরক্ষণ এবং আরো অধিক পরিমাণ অর্থ-সম্পদ লাভের সুযোগ-সুবিধার তথাকথিত আইনানুগ বৈধতা দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের শর্তে ১৯৮৩ সালে " নয়া শিল্পনীতি" জারী ও তদার্থে বেসরকারী কার্যক্রম জোরে সোরে শুরু করা হয় এবং রাষ্ট্রীয়খাতের প্রতিষ্ঠাতা আওয়ামী লীগও লেনিনের পদাংক অনুসরণ

করে সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত রেখে ১০০% বেসরারীকরণের জন্য বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ প্রণয়ন করে। ১৯২৪ সালে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নেও লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক নীতি অব্যাহত ছিল এবং ষ্টালিনের কর্তৃত্বে প্রণীত ১৯৩৬ সালের সোভিয়েত সংবিধানে সামরিক আইন জারী করা সহ উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিগত মালিকানাকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আর, ক্রুশ্চেভরা প্রাইভেট প্রপার্টির মালিকদের রাষ্ট্রিক ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ১৯৭৭ সালে সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ফলে- রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের স্থলে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রথাগত ব্যবস্থা নিশ্চিতি বিধান কল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত ও টুকরো টুকরো করার প্রয়োজন আবশ্যকীয় হয়েছিল। এবং রাশিয়ার ১৯৯৩ সালের সংবিধান দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের মতো একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই লেনিনের প্রতিষ্ঠিত কে.জি.বি'র একদা সর্দ্দার ও রুশ প্রজতন্ত্রের দুইবারে প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ পুতিন ৭ বিলিয়ন ডলারের মালিক মর্মে উইকিপিডিয়ায় উলেখিত হলেও সি.আই.এ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক-২০১০ অনুযায়ী- রাশিয়ার ১৫% জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে এবং বেকারত্বের হার-৭.৬% ।

মার্কস-এ্যাংগেলসরা বলেছেন একদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপৰ অসম্ভব, তবু, লেনিনরা জারের পুরো রাষ্ট্রও নয়, কেবলই রাশিয়ার অংশ বিশেষে ক্ষমতা দখল করে মজুরী প্রথা বাতিলের পরিবর্তে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম, রাষ্ট্রিক একচেটিয়ার মাধ্যমে ও কর্তৃত্বে প্রথাগত পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় অধিকহারে শোষণ করেছে বলেই দুনিয়াময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এককেন্দ্র হতে পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করার জন্য ২য় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি কর্তৃক ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ফাইনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিক্যাট - আই.এম.এফ-বিশ্ব ব্যাংকের ৩য় বৃহত্তম অংশীদার রাষ্ট্র হতে পেরেছিল লেনিন-ষ্ট্যালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুনিয়াময় প্রাইভেট এন্টারপ্রেণারশীপ বিল্ডাপ ও ক্রয়-বিক্রয়সহ আর্ন্তজাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, রুজভেল্ট-চার্চিলরা যেমন নিখাদ পুঁজিবাদী বৈ কমিউনিষ্ট নয়, তেমন তাদের সহযোগী বিশ্বব্যাংকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ষ্ট্যালিনও পুঁজিবাদী না হওয়ার কারণ নাই। হালের চীন-ভিয়েতনামও বিশ্বব্যাংকের সদস্য বলেই বিশ্ব পুঁজিবাদের সহযোগী-দোষর ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শ্রম শক্তির বিক্রেতা মজুরের সাথে শ্রম শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতির সম্পর্ক জাতপাতের নয়, বা ধর্ম-বর্ণের নয়, বরং কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী ও উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারীর

বলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতা করার অবকাশ তা- "জাতীয় মুক্তি" ইত্যকার কোন কারণেই নাই, বরং, দেশ-জাতিহীন শ্রমিক শ্রেণী কেবলই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জনে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই কমিউনিষ্ট বিপ্লবের প্রথম শর্ত বলেই অনুরূপ ঐক্যের প্রতিবন্ধক তথাকথিত জাতিয় স্বার্থ রক্ষায় বা কেবলই রাষ্ট্র ভিত্তিক তাও আবার যখন একই রাষ্ট্র বহুভাগে ভাগ-বিভাগ হওয়ার পরও কেবলই রাষ্ট্র ভিত্তিক গঠিত লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে গণ্য হলে তাতে- একদিকে যেমন মার্কস-এ্যংগেলসের আবিস্কৃত বিজ্ঞান অস্বীকৃত হয় তেমন পুঁজিবাদই টিকে থাকে এবং এ যাবৎ টিকে আছে। অত:পর, রাষ্ট্রির পুঁজিবাদের লেনিনবাদের বন্ধ ডোবায় নিমজ্জিত কুপমন্ডুক তবে ধোঁকাবাজ-ধান্ধাবাজ ও দুরন্ধর-স্বার্থান্ধরা নানান ধরণের সুযোগ-সুবিধা ভোগী হলেও সাম্য প্রত্যাশী আন্তরিক কর্মীগণ- জাতীয় মুক্তি, জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় আত্মীয় নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাকার ভুয়া-ক্ষতিকর রাজনৈতিক বুলিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও বিমোহিত থেকে সাম্য ও মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী লেনিনীয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার বলি হয়ে মরণোন্মুখ বলা ভাল কবরপাড়ে উপনীত বুর্জোয়া সমাজের কবরস্তকরণ নয়, বরং কেবলই রাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে কার্যত শ্রমিক শ্রেণী নয়, পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনা পয়সার সেবক হিসাবে লেনিনবাদীরা ক্রিয়াশীল ।

সুতরাং, কমিউনিষ্ট আন্দোলন পুনর্গঠন ও কমিউনিষ্ট পার্টি গড়তে হলে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রতিবন্ধক লেনিনবাদী মতাদর্শের অন্ধকারময় কানাগলি হতে বের হয়ে লেনিন-ষ্ট্যালিন, ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ, মাও-হোচিমিন, টিটো-হোক্সা, কিম-পলপট এবং চে-ফিদেলদের সকল ক্ষতিকর- ভ্রান্ত ধারণামুক্ত হয়ে মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক সূত্রায়িত-ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান এবং কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকের নীতিমালা অনুয়ায়ী- দুনিয়ার শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্ব সমিতি গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণে মনোনিবেশ করাই আজকের যুগের আন্তরিক সমাজ বিপ্লবী-সাম্যবাদীর প্রকৃত কর্ম ও ঐতিহাসিক কর্তৃব্য ও দায়িত্ব। অত:পর, অনুরূপ দায়-দায়িত্ব পালন-সম্পাদনে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান দুষণকারী লেনিনবাদ বর্জন করিতেই হইবে।

ফেব্রুয়ারী-২০১১।